হইয়াছে, ভারতের বক্ষে কত ঝড় বহিয়া গিয়াছে কিন্তু তোমাদের কীর্ত্তি এখনও নষ্ট হয় নাই। লোকের মনে এখনও তোমাদের ব্যক্তিত্ব বা দেবত্ব প্রতিভাত হয়, কিন্তু প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কত যুগের ব্যবধান ভাবিয়া দেখ! এই ব্যবধানের মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে, আমরা স্বেচ্ছায় তাহা আনিয়াছি। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন যাপনের প্রণালীরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তাহাকে দোষ দেওয়া চলে না। তোমরা যে জিনিষের ছুঁতমার্গ পরিহার করিতে চাহিতে আমরা সেই জড়বাদকে আঁকড়িয়া ধরিতে চাই, নহিলে সত্যই আমরা বাঁচিব না, স্রোতের তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইব। সেদিন তোমরা বুঝাইয়াছ জাগতিক বিষয় লইয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিলে মোহ আসিবে, মোহ বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু সে সত্য আজ আমরা বুঝিব না, বুঝিলেও বুঝিতে চাহিব না। যে কথা তোমরা বুঝাইয়াছ সে কথা আমরা আজ বুঝি অন্য অর্থে। তোমরা উপদেশ দিয়াছ—কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতংসমাঃ, এ উপদেশ আমরা মাথায় তুলিয়া লইয়াছি।

ভারতবর্ষ পরস্বাপহারী দস্যুর দেশ নয়। ভারতবর্ষ ঋষির দেশ, ভারতে চিরদিন ঋষিই থাকিবে, রাজর্ষিই থাকিবে। পুরাতন ঋষির সন্তান, এই নবীন সন্ন্যাসীর দল বিদ্রোহের দ্বারা আপনাদের অভিষ্ট লাভ করিবে, জগতে আপনাদের স্থান খুঁজিয়া লইবে এবং আপনাদের জন্মগত অধিকার পাইতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে অশান্তি আসিতে পারে না। যাহার যা ন্যায্য প্রাপ্য সে তাহা পাইলে অশান্তি কমিয়া যাইবারই সম্ভাবনা, যেখানে যাহা করিলে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় সেখানে তাহা করিলে যথেষ্ট মঙ্গল হইবে। ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তোমা-

দের ও আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্যের যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। তোমাদের কর্ম্মপ্রণালী হইতে তোমাদের উদ্দেশ্যের কতকটা আভাষ আমরা পাইয়াছি। তোমাদের কি উদ্দেশ্য ছিল না যাহাতে জগতে মহাশান্তি বিরাজ করে? সমাজের সকলে যাহাতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহা কি তোমরা কর নাই? জগতে মানব-জাতির কল্যাণ কি তোমরা কামনা কর নাই? আমাদের উদ্দেশ্যও তাই। সকল কর্ম্মের মূলে আমরা এক আদর্শ লইয়া কর্ম্ম করিতেছি, সে আদর্শের সহিত তোমাদের আদর্শের যথেষ্ট মিল আছে। নির্দ্ধারিত স্থান এক, তবে সে স্থানে পৌঁছিতে বিভিন্ন পন্থার অবলম্বন। পুরাতন দিনের ন্যায় আবার এক বিরাটজাতি গড়িয়া উঠিবে। সকলে দেখিবে ভারতবাসীর স্থান অতি উচ্চে, তাহারা অন্যান্য জাতির ঠিক পার্শ্বেই দাঁড়াইবার যোগ্য, তাহাদের মধ্যে এক বিরাট আদর্শ আছে। ঋষি আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা সিদ্ধি লাভ করি। মৃত্যোরমৃতং গমঃ; আমাদের ধ্রুববিশ্বাস আমরাও তোমাদের ন্যায় মৃত্যু হইতে অমৃত লাভ করিব।

৺অনঙ্গমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী,
সাহিত্যবিভাগ।